দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...03 DEC 1997...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

৬

চট্টগ্রাম ভার্সিটিতে সার্টিফিকেট জালিয়াতি ॥ ৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের

মোয়াজ্জেমুল হক, চট্টগ্রাম অফিস

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সার্টিফিকেট জালিয়াতির নজিরবিহীন ঘটনা অবশেষে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ দফতরের একটি সংঘবদ্ধ জালিয়াত চক্র অত্যন্ত সুকৌশলে দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় মোটা অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে হাজার হাজার জাল সার্টিফিকেট ইস্যুর ঘটনার অনুসন্ধান শেষে চট্টগ্রাম জেলা দুর্নীতি দমন ব্যুরো ৫টি মামলা দায়ের করেছে ৫জনের বিরুদ্ধে। আসামীরা হলেন সাবেক পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক জিএমএ লতিফ খান, সেকশন অফিসার মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন, উপপরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কাজি হাবিবুর রহমান, উর্ধতন সহকারী এসএম নাসির উদ্দিন ও মুদ্রাক্ষরিক রেবা রানী পাল।

দুর্নীতি দমন ব্যুরোর সহকারী পরিদর্শক একেএম নুরুল হুদা আজাদ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ হচ্ছে, এ চক্রটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সাবসিডিয়ারি বিএ, বিকম ও বিএসসি পরীক্ষায় ফেল করা হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর নামে জাল সার্টিফিকেট ইস্যু করেছে। অনুসন্ধানে উদ্ধারকৃত দু'শতাধিক বিএ, বিকম ও বিএসসি পরীক্ষার্থীর ট্যাবুলেশনশীট অনুযায়ী প্রাপ্ত নম্বরে দেখা যায়, ফেল করা সত্ত্বেও তাদেরকে রেজাল্টশীটের মাধ্যমে পাস করিয়ে দেয়া হয়। এমন ছাত্র রয়েছে যে একটি বিষয়েও পাস করেনি অথচ পাসের সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে। রেজাল্টশীটে ফেল করা ছাত্রকে পাস করিয়ে দেয়ার পর তাদের নামে মার্কশীট ইস্যু করা হয়। ট্যাবুলেশনশীটের সঙ্গে মার্কশীটের কোন মিল নেই। ট্যাবুলেশনশীটের তুলনায় কয়েকগুণ বেশি নম্বর বসিয়ে মার্কশীট লেখা হয় এবং তা যথারীতি সংশ্লিষ্ট কলেজসমূহে প্রেরণ করা হয়। ঐসব জাল সার্টিফিকেট দিয়ে অনেকে উচ্চতর ডিগ্রী নিয়েছে, অনেকে বর্তমানে অধ্যয়নরত, অনেকে গ্রহণ করেছে চাকরি। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ইতোমধ্যে কিছু সার্টিফিকেট বাতিলও ঘোষণা করেছে।

মামলায় উল্লেখ করা হয়, ১৯৮৪ সাল থেকে ১৯৯৪ সালের এলএলবি, সাবসিডিয়ারি ও এমবিবিএস পরীক্ষায়ও অনুরূপ জালিয়াতির ঘটনা ঘটেছে— যা নিয়ে এখন তদন্ত চলছে। মামলা ৫টি হয়েছে হাটহাজারী থানায় গত রবিবার (মামলা নং-১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯)।